

হকার থেকে সফল কৃষি উদ্যোক্তা শিবনাথ

জীবিকার তাগিদে একসময় লঞ্চে কলা ও চানাচুর বিক্রি করেতেন নড়াইলের কালিয়ার বাসিন্দা শিবনাথ রায়। মেধা ও পরিশ্রমের বদৌলতে এখন তিনি সফল কৃষি উদ্যোক্তা। মাত্র ১৬ হাজার ৬০০ টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলেন। এখন তার ২২৭ একরের মাছ ও সবজির খামার। গত বছর এ খামার থেকে ৬৬ লাখ টাকার সবজি ও ১ কোটি ৯০ লাখ টাকার মাছ বিক্রি করেন। তবে শুধু নিজেই স্বাবলম্বী হননি, আশপাশের ১৫০ পরিবারের চিত্রও পাল্টে দিয়েছেন তিনি। তার খামারের বদৌলতে এসব পরিবার এসেছে সচ্ছলতা।

শিবনাথের বয়স এখন ৬০ ছুঁই ছুঁই। পোড়খাওয়া জীবনে নানা অস্থিরতা, বিপদ ও অসঙ্গতি মোকাবেলা করেছেন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী তার বাবা কুমুদ রায়কে ধরে নিয়ে হত্যা করে। ওই সময় তার বয়স ছিল প্রায় ১২ বছর। জীবন বাঁচাতে মা ও দুই বোনকে নিয়ে ভারতে চলে যান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে ফিরে আসেন কালিয়ায়। তার বাবা ছিলেন বর্গাচাষী। নিজের জমিজমা বলতে তেমন কিছু ছিল না। তাই সংসারের প্রয়োজন মেটাতে কালিয়া-দৌলতপুর-খুলনা রুটে চলাচলকারী লঞ্চে কলা ও চানাচুর বিক্রি শুরু করেন শিবনাথ। একদিন লঞ্চেই পরিচয় হয় বড়দিয়ার নিত্যানন্দ সাহার সঙ্গে। তিনি শিবনাথকে স্কুলে ভর্তি করে দেন। বাড়িতে কাজ করার জন্য আলাদা বেতনও দেন। সাত বছর কাজ করে বেতন থেকে ১৬ হাজার ৬০০ টাকা সঞ্চয় করেন শিবনাথ। এর মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা শেষ করেন।

লেখাপড়া ছেড়ে যুবক শিবনাথ ফিরে আসেন বাড়িতে। ওই পুঁজি নিয়ে শুরু করেন ব্যবসা। পাশাপাশি কিছুদিনের মধ্যেই দুই একর জমি ইজারা নিয়ে শুরু করেন চিংড়ি চাষ। ব্যবসা ও চিংড়ি চাষের সফলতায় চার বছর পর আট একর জমি ক্রয় করেন। মেধা ও পরিশ্রম দিয়ে এভাবে ধীরে ধীরে নিজেকে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলেন।

দুই বছর আগে ভক্তডাঙ্গা বিলে ২২৭ একর জমি ইজারা নিয়ে খামার গড়ে তোলেন শিবনাথ। একরপ্রতি ১২ হাজার ৬০০ টাকা করে জমির মালিকদের ২৮ লাখ ৬০ হাজার টাকা দিতে হয় বছরে। ওই বিলে শুধু বছরে একবার ফসল হয়। তাই মাছের পাশাপাশি সবজি চাষ শুরু করেন। এর মধ্যে চলে ধান চাষ। গত বছর খামার থেকে ৬৬ লাখ টাকার সবজি বিক্রি করেছেন। মাছ বিক্রি করেছেন ১ কোটি ৯০ লাখ টাকার। বর্গা বাদ দিয়ে ধান পেয়েছেন দুই হাজার মণ।

স্থানীয় ৭০-৮০টি পরিবার তার খামারে ধান চাষে সহযোগিতা করে। তিন ভাগের দুই ভাগ ধান এ পরিবারগুলোকে দিয়ে দেন। খামারে মাছ ও সবজির জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করেন ২২ জন। যখন কাজের চাপ বাড়ে, তখন তা বেড়ে ৪০-৫০ জনে দাঁড়ায়। এ খামারে উৎপাদিত মাছ ও

সবজি নিয়ে বিক্রি করেন অনেকে। সব মিলিয়ে আশপাশের প্রায় ১৫০ পরিবারের রুটি-রুজির জোগান দিচ্ছে শিবনাথের খামার।

প্রতিদিন ৮-১০ মণ মাছ খামার থেকে ট্রাকে করে নেয়া হয় বাগেরহাটের ফকিরহাট আড়তে। এছাড়া স্থানীয় জেলেরা খামার থেকে মাছ নিয়ে বিক্রি করেন। বর্তমানে প্রতিদিন প্রায় ৫০ মণ টমেটো ও ২০ মণ মিষ্টি কুমড়া তুলছেন। গ্রীষ্ম মৌসুমে খামারে চাষ হয় করলা, শসা, ঝিঙা ও লাউ। উৎপাদিত সবজি স্থানীয় বাজার ছাড়াও আড়তদাররা নড়াইল, মাগুরা, যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা, গোপালগঞ্জ, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিক্রি করেন।

খামারের কর্মচারী লিয়াকত শেখ বলেন, এ খামারের ওপর আমার পরিবার নির্ভরশীল। মনে হয়, নিজের খামারেই কাজ করছি।

নড়াইল কৃষি বিভাগের উপপরিচালক আমিনুল হক বলেন, স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে শিবনাথের খামারে উৎপাদিত সবজি ও মাছ দেশের বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হচ্ছে। শূন্য থেকে তিনি এ খামার গড়ে তুলেছেন। তাকে দেখে এলাকার অনেকেই স্বনির্ভর হতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

পৈতৃক সূত্রে মাত্র ১৬ শতাংশ জমি পেয়েছেন শিবনাথ। এখন ৪ একর ৯ শতাংশের ওপর তার বসতবাড়ি গড়ে তুলেছেন। শুধু ব্যবসায়ী নন, জনপ্রতিনিধি হিসেবে তিনি বেশ সফল। ১৯৯৯ সালে তিনি প্রথমবারের মতো পৌর কমিশনার হন। টানা তিনবার তিনি এ পদে নির্বাচিত হন। জনপ্রতিনিধি হিসেবেও বেশ সুনাম আছে তার।

স্থানীয় প্রবীণ বাসিন্দা আফসার উদ্দিন বলেন, শিবনাথ সৎ মানুষ। তার অহংবোধ নেই এবং পরোপকারী। তিনি কারো ক্ষতি করেননি। মোস্তাইন শেখ নামের আরেকজন বলেন, সরকারি বরাদ্দের চাল-গম চাহিদামতো না দিতে পারলে নিজে কিনে দেন।

দুই ছেলে ও এক মেয়ে শিবনাথের। বড় ছেলে শিমান রায় পোলট্রি খামার গড়ে তুলেছেন। ছোট ছেলে শিমুল রায় বাবার খামার দেখাশোনা করেন। আর মেয়ে পড়ছে অষ্টম শ্রেণীতে।

শিবনাথ বলেন, অভিভাবকহীন সংসারে অভাব-অনটনের কষ্ট নিজে প্রতিনিয়ত ভোগ করেছি। সে কষ্ট ভোগ করতে চাইনি বলে পরিশ্রম করেছি। ফলে এ পর্যন্ত আসতে পেরেছি।

তথ্যসূত্রঃ বণিক বার্তা